<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>
<u>দেওয়ানী আপিল বিচার বিভাগ</u>
<u>আপীল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ
সম্মানীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন
এবং
সম্মানীয় বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস

২০১৮-এর এফ. এ. ৯৮

২০১১-এর সি. এ. এন. ৭ (৯৪২৪) সহ

২০১৯-এর ৮৫ সি. এ. এন. ১০ (৮২৩৭)

শ্রীমতী রত্না রায় ও আরেকজন

বনাম

শ্রী রমেশ চন্দ্র বিশ্বাস ও আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্য
শ্রী পার্থ প্রতিম রায়, উকিল
শ্রী দ্যুতিমান ব্যানার্জি, উকিল

উত্তরদাতাদের জন্য
শ্রী শুভজিৎ মল্লিক, উকিল
শ্রী অরিজিৎ দাস মল্লিক, উকিল

রায়ঃ **১৭.১০.২০২৩**

বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসঃ-

১. ১৯৯৫ সালের ৩৮৩ নং টাইটেল মামলার ক্ষেত্রে বারাসতের প্রথম আদালতের বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ (বরিষ্ঠ ডিভিশন) কর্তৃক প্রদত্ত অপ্রকাশিত রায় এবং ডিক্রিকে চ্যালেঞ্জ করে আসামী/আপিলকারী তাৎক্ষণিক আপিল করেন। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত রায় দিয়েছে যে বাদী/বিবাদীরা চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের অধিকারী এবং ফলস্বরূপ, নির্দেশিত

বিবাদী/আপীলকারীকে মামলার সম্পত্তি বাদী/বিবাদীদের অনুকূলে হস্তান্তর করে বিক্রয় দলিল সম্পাদন করতে হবে।

২. বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ফরমান দ্বারা ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে, আপিলকারী/বিবাদীর নির্দেশে তাৎক্ষণিক আপিল করা হয়েছে।

৩. আপিলের ভিত্তি হল যে, বিজ্ঞ বিচার আদালত প্রমাণের সঠিক মূল্যায়ন করেনি এবং যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা বিকৃত। এটি প্রচার করা হয়েছে যে পক্ষগুলির মধ্যে কোনও চুক্তি হয়নি এবং বিক্রয়ের জন্য উক্ত চুক্তি এবং অন্যান্য নথিগুলি বাদী দ্বারা প্রতারণামূলকভাবে তৈরি করা হয়েছিল যা তার জেরা থেকে প্রকাশিত হবে।

৪. আপিলকারী যে আরেকটি ভিত্তি গ্রহণ করেছেন তা হল, বিজ্ঞ বিচার আদালতের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, বিতর্কিত নথিটি (প্রদর্শনী ১) বাদীদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল কারণ চুক্তির মূল অংশে হাতে লেখা অংশটি বাদী নং ১ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, যিনি এর জন্য কোনও ব্যাখ্যা দেননি এবং সেইসাথে প্রকৃত বিবেচনার পরিবর্তে কেন বিবেচনা হ্রাস করা হয়েছিল। উপরন্তু, বিজ্ঞ বিচার আদালতকে ডিডাব্লু ৩, রত্না ঘোষ দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের উপর নির্ভর করা উচিত ছিল। আপিলকারী দ্বারা বলা হয়েছে যে অযৌক্তিক প্রভাবের অধীনে এবং কোনও প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে বাদীরা প্রদর্শনী ১-এ আপিলকারীর স্বাক্ষর পেয়েছিলেন।

৫. মামলার সম্পত্তি বিবাদী/আপিলকারীর মালিকানাধীন বলে স্বীকৃত অবস্থান। বাদীর মামলা হল যে ১৯.০১.১৯৯৪ তারিখের একটি চুক্তির মাধ্যমে বিবাদী তাদের কাছে ১,২৭,৬৩২/- টাকার বিনিময়ে নির্ধারিত সম্পত্তি বিক্রি করতে সম্মত হন এবং বিক্রয় চুক্তি অনুসারে এই আপিলকারী বিক্রয় চুক্তির তারিখে ৩০,০০০ টাকা বায়না হিসেবে পেয়েছিলেন।

পরবর্তীতে, বাদীরা বিবাদী/আপীলকারীকে আরও ২০,০০০ টাকা প্রদান করে এবং সেই হিসাবে আপীলকারী/বিবাদী বাদীদের কাছ থেকে মোট ৫০,০০০ টাকা জামানত হিসেবে গ্রহণ করেন। বাদীরা বারবার এই আপীলকারীকে বিক্রয় সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তিনি বিভিন্ন অজুহাতে বিক্রয় এড়িয়ে যান এবং অন্য কোনও উপায় না পেয়ে তিনি আপীলকারীর চুক্তি সম্পাদনের দাবিতে নোটিশ পাঠান। এই আপীলকারী সেই নোটিশের উত্তর দেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাদীদের পক্ষে বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেননি। বাদীরা সর্বদা অবশিষ্ট অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তফসিলভুক্ত সম্পত্তি কিনতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু বিবাদী তা এড়িয়ে যান এবং তাই বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে তিনি আপীলকারীর বিরুদ্ধে চুক্তি সম্পাদনের জন্য ডিক্রি প্রার্থনা করে আদালতের আশ্রয় নেন। আদালত থেকে সমন পাওয়ার পর আপীলকারী/বিবাদী মামলায় হাজির হন এবং অভিযোগে উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন। আপিলকারী নং ১-এর বক্তব্য হলো, কলকাতায় একটি সম্পত্তির কিছু শেয়ার কেনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হওয়ায়, প্রাসঙ্গিক সময়ে তিনি তার স্বামীর ভাইয়ের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে সেই পরিমাণের একটি অংশ কিনেছিলেন। আপিলকারী ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করার মতো অবস্থায় না থাকায়, তিনি তার গ্রামের নেতাই দাসের কাছ থেকে আরেকটি ঋণ নিয়েছিলেন কিন্তু নেতাইয়ের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণও তিনি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। বিবাদী/আপিলকারীর বক্তব্য হলো, পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য তিনি তার জামাতাদের মাধ্যমে বাদীর কাছ থেকে ৪০,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন এবং উক্ত ঋণের জামানত হিসেবে তিনি ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপার এবং ডেমি পেপারে কিছু স্বাক্ষর রেখেছিলেন, যা পরবর্তীতে বাদী/প্রতিবাদী অসৎ উদ্দেশ্যে মামলার সম্পত্তি বিক্রির জন্য কথিত চুক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। বিবাদী/আপিলকারী আরও বলেছেন যে

তিনি কখনও বিবাদী/বাদিদের পক্ষে মামলার সম্পত্তি বিক্রি করার ইচ্ছা পোষণ করেননি। আপিলকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, বিবাদী তার জামাতার সাথে যোগসাজশে মামলার সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের জন্য কথিত চুক্তিপত্র প্রস্তুত এবং তৈরি করেছেন। আপিলকারীর বক্তব্য হলো, প্রশ্নবিদ্ধ দলিলটি বিক্রয়ের জন্য চুক্তিপত্র নয় এবং এটি কেবল তার স্বাক্ষরযুক্ত একটি নথি, ঋণের জন্য একটি জামানত এবং যদিও তিনি তার দ্বারা নেওয়া ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করতে খুব প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু বাদী/বিবাদীরা অসৎ উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এখন উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আপিলকারী পরবর্তীতে দাবি করেছেন যে বিক্রয়ের জন্য চুক্তিপত্রটি জালিয়াতির ফসল এবং উক্ত দলিলটি তফসিলি সম্পত্তির ক্ষেত্রে বাদীরা তৈরি করেছেন।

৬. বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আটটি বিষয় উত্থাপন করেছিল যেমন

১) মামলাটি কি তার বর্তমান আকারে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য?

২) মামলাটি কি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ?

৩) মামলাটি কি কোনও প্রয়োজনীয় পক্ষের জামিন অযোগ্যদের জন্য খারাপ?

৪) পক্ষগুলির মধ্যে কোনও নির্ধারিত সম্পত্তির জন্য বিক্রয়ের চুক্তি হয়েছিল?

৫) ১৯.০১.১৯৯৪ তারিখের দলিলটি কি বিবাদী দ্বারা সচেতনভাবে কার্যকর করা হয়েছিল?

৬) দলিলটি কি ১৯.০১.১৯৯৪ তারিখের ছিল, মামলা সম্পত্তি বা ঋণ দলিল বিক্রির চুক্তির একটি দলিল?

৭) বাদী কি হিসাবে অন্য কোনও ত্রাণ পাওয়ার অধিকারী হয়ে দাবি করেছে?

৭. আপিলকারীর মামলাটি হল যে ১৯.০১.১৯৯৪ তারিখের নথিতে একটি ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপার এবং কয়েকটি ফাঁকা কাগজপত্র ছিল যার উপর আপিলকারীকে স্বাক্ষর করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং উত্তরদাতারা পরবর্তীকালে সেই ফাঁকা কাগজপত্রগুলিতে বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি টাইপ করেছেন যা এখানে আপিলকারীর দ্বারা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ছিল না। আবেদনকারী নং ১ দ্বারা যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে তিনি প্রায় নিরক্ষর এবং ১৯.০১.১৯৯৪ তারিখের চুক্তির উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি। তার যুক্তির সমর্থনে, তিনজন সাক্ষীকে তার পক্ষে পরীক্ষা করা হয়েছিল। ১ নং আপিলকারী অভিযোগ করেন যে, তিনি অন্য ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ নিয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সম্পত্তির দলিলগুলি উত্তরদাতাদের কাছে জমা করেছিলেন এবং কিছু স্ট্যাম্প পেপার এবং ফাঁকা কাগজে স্বাক্ষর করেছিলেন।

৮. অন্যদিকে, বিবাদীর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তারা মামলার অভিযোগ এবং তাতে উল্লেখিত তথ্যের প্রমাণের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন। তার বক্তব্যের সমর্থনে, বিবাদীদের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী ২০১৫ (১) এসএসসি ৫৯৭ এবং ২০০৬ (৭) এসএসসি পৃষ্ঠা ৭৫৬-এ মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন। বিবাদীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে আপিলকারীরা কখনও আংশিক বিবেচনার অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি অস্বীকার বা বিতর্ক করেননি এবং বিবাদী সর্বদা অবশিষ্ট বিবেচনার পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য তাদের প্রস্তুতি এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কিন্তু আপিলকারী নং ১ কখনও বিবাদীদের পক্ষে তফসিলি সম্পত্তির বিক্রয় দলিল সম্পাদনের জন্য তার ইচ্ছা এবং প্রস্তুতি প্রদর্শন করেননি।

৯. বিবাদীদের নির্দেশে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করছেন যে তারা মামলাটি সফলভাবে প্রমাণ করেছেন এবং তাই

বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রিতে কোনও বৈধতা বা দুর্বলতা নেই।

১০. বিধি ২৩-এ থেকে আদেশ ৪১ পর্যন্ত সিপিসি একটি ফরমানর বিরুদ্ধে আপিলে আপিল আদালত দ্বারা রিমান্ডের ব্যবস্থা করে যদি (১) ট্রায়াল কোর্ট একটি প্রাথমিক বিন্দু ছাড়া অন্যথায় মামলাটি নিষ্পত্তি করে এবং (২) আপিলে ফরমানটি বিপরীত হয় এবং পুনরায় বিচারের প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। সুতরাং, যা বাধ্যতামূলক তা হল যে দুটি শর্ত পূরণ হওয়ার পরে আপিল আদালত বিধি ২৩/এ-এর অধীনে রিমান্ডের একই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে যা বিধি ২৩-এর অধীনে রয়েছে।

১১. সিপিসির ১০৭ (২) ধারা আপিল আদালতকে কিছু ক্ষমতা প্রদান করে যা মূল এখতিয়ারের উপর আদালতকে প্রদত্ত। এটি একটি সাধারণ আইন যে আপিল আদালতের একটি বাধ্যবাধকতা যে এটি দেখা যে সামগ্রিকভাবে নেওয়া প্রমাণ বিচার আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা যুক্তিসঙ্গতভাবে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে কিনা বা বেশ কয়েকটি পরিস্থিতির মাধ্যমে উদ্ভূত কোনও উপাদান অসম্ভবতা রয়েছে কিনা যা আদালতের মতে এই জাতীয় ফলাফলের চেয়ে বেশি।

১২. উপরের পটভূমিতে, যখন আমরা নথিভুক্ত অশ্লীলতা পুনর্বিবেচনা করি তখন আমরা মনে করি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিম্নরূপঃ-

"মামলাটি কোনও পদক্ষেপের কারণ ছাড়াই এবং অভিযুক্ত নথিটি জাল এবং বানানো কিনা?"

১৩. অতএব, আমরা সেই বিষয়টি তৈরি করছি। এর উত্তর না দিয়ে, তাৎক্ষণিক মামলায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় এবং বিষয়টির পুনরায় শুনানি প্রয়োজন। যেহেতু নতুন বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে, তাই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলিকে সেই বিষয়ে আবার প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞ বিচার আদালত, যেমনটি রেকর্ড থেকে স্পষ্টভাবে উঠে আসবে, তা করেনি

বিষয়টির এই দিকটি বিবেচনা করে এবং এই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ না করেই উপরোক্ত বিতর্কিত রায়টি পাস করে।

১৪. বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও ফরমানটির যথেষ্ট কারণের অভাব রয়েছে এবং রেকর্ডের প্রমাণগুলি মোটেও বিশ্লেষণ ও প্রশংসা করে না। বিষয়গুলিও সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি এবং সেই অনুযায়ী, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ফরমান বাতিল করা যেতে পারে।

১৫. ফলস্বরূপ ১৯৯৫ সালের ৩৮৩ নং শিরোনাম মামলার সাথে সম্পর্কিত ৩১.০৭.১৯৯৯ তারিখের রায় এবং ফরমানটি এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে। আশেপাশের তথ্য ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা আরও মনে রাখি যে বিষয়টি এখানে উপরে করা পর্যবেক্ষণের আলোকে পুনরায় শুনানির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে রিমান্ডে নেওয়ার নিশ্চয়তা দেয়।

১৬. এই আদালত কর্তৃক প্রণীত বিষয়ে উভয় পক্ষকে সাক্ষ্য উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়ার পর মামলাটি পুনঃশুনানির জন্য নিম্ন আদালতে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। বিজ্ঞ বিচার আদালত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন। তিনি এই আপিলের মাধ্যমে আমরা যে বিষয়টি তৈরি করেছি তা ইতিমধ্যেই রেকর্ডে থাকা আটটি বিষয়ের সাথে যুক্ত করবেন এবং তারপর আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে মামলাটি এগিয়ে নেবেন। আদালত কর্তৃক প্রণীত বিষয়ের উপর আরও সাক্ষ্য উপস্থাপনের জন্য বিচারিক আদালত কর্তৃক পক্ষগুলিকে সুযোগ দেওয়া উচিত, যদি তারা ইচ্ছা করে, পক্ষগুলির দ্বারা ইতিমধ্যেই প্রণীত সাক্ষ্য রেকর্ডে রেখে এবং নতুন করে রায় প্রদান করে। কার্যধারার পক্ষগুলিকে বিচার আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং পক্ষের উভয়কেই আর কোনও নোটিশ পাঠানোর প্রয়োজন নেই।

১৭. তাত্ক্ষণিক আপিল হবে এবং এর মাধ্যমে উপরোক্ত পরিমাণে অনুমোদিত হবে। মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে খরচ সম্পর্কে কোনো আদেশ থাকবে না।

১৮. ফলস্বরূপ, আপিলের সাথে সম্পর্কিত আবেদনগুলি, যদি থাকে, এতদ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়।

১৯. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের পর পক্ষগুলিকে প্রদান করতে হবে।

আমি একমত।

(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন)

(বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal